



204142 - মুহররম মাসের মর্যাদা

প্রশ্ন

মুহররম মাসের ফযলিত কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সমস্ত প্রশংসা বশ্বিজাহানরে প্রতাপালক আল্লাহর জন্য। আমাদরে নবী, সর্বশেষে নবী, রাসূলদরে সর্দার মুহাম্মদ এর প্রতি, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবায়েরে করোম সকলেরে প্রতি আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষতি হোক। পর সমাচার:

মুহররম মাস একটি মহান মাস। বরকতময় মাস। এটি হিজরি সনের প্রথম মাস। এটি নিষিদ্ধ মাসসমূহেরে একটি; যে মাসগুলোর ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন: “নিশ্চয় আল্লাহর নিকট, লওহে মাহফুজে (বছরে) মাসেরে সংখ্যা বারটি আসমানসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকে। তন্মধ্যে চারটি হারাম (সম্মানতি)। এটাই সরল বধিান। সুতরাং এগুলোতে তওমরা নিজদেরে প্রতি জুলুম করো না।”[সূরা তওবা, আয়াত: ৩৬]

আবু বাকরা (রাঃ) থেকে বর্ণতি তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, “বছর হচ্ছ- বার মাস। এর মধ্যে চার মাস- হারাম (নিষিদ্ধ)। চারটির মধ্যে তিনি ধারাবাহিক: যলিক্বদ, যলিহজ্জ ও মুহররম। আর হচ্ছ- মুদার গাতররে রজব মাস; যটো জুমাদা ও শাবান মাস এর মধ্যবর্তী।”[সহি বুখারী (২৯৫৮)]

মুহররম মাসকে এ নামে অভিহিত করা হয়েছে এটি নিষিদ্ধ মাস হওয়ার কারণে এবং এর নিষিদ্ধ হওয়াকে জোরদার করার উদ্দেশ্যে।

আল্লাহর বাণী: “সুতরাং এগুলোতে তওমরা নিজদেরে প্রতি জুলুম করো না।” অর্থাৎ এ নিষিদ্ধ মাসসমূহে। যহেতে এ মাসসমূহে জুলুম করা অন্য মাসসমূহে করার চেয়ে অধিক গুরুতর গুনাহ।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে **فلا تظلموا فيهن أنفسكم** (অর্থ- সুতরাং এগুলোতে তওমরা নিজদেরে প্রতি জুলুম করো না।) আয়াতেরে তাফসিরে এসছে: সবমাসই। এরপর সখোন থেকে চারটি মাসকে খাস করছেন এবং সগেলোককে নিষিদ্ধ ঘোষণা করছেন। সগেলোর নিষিদ্ধতাকে গুরুতর করছেন। স মাসসমূহেরে গুনাহকে মহা অপরাধ গণ্য করছেন এবং স মাসসমূহেরে নকে কাজ ও সওয়াবকেও মহান করছেন। **فلا تظلموا فيهن أنفسكم** (অর্থ- সুতরাং এগুলোতে তওমরা নিজদেরে প্রতি জুলুম



করতে না।) আয়াতের তাফসিরে কাতাদা (রাঃ) বলেন: নশিচয় হারাম মাসসমূহে যুলুম করা অন্য মাসসমূহে যুলুম করার চেয়ে অধিক মারাত্মক গুনাহ। যদিও যুলুম সবসময়ই মারাত্মক। কিন্তু, আল্লাহ তাআলা নিজ ইচ্ছায় তাঁর কোন কোন নরিদশোনাকে অতিমহান করে থাকেন। তিনি আরও বলেন: নশিচয় আল্লাহ তাঁর মাখলুককে মধ্যযে বশিষে কিছু মাখলুককে মনোনীত করছেন: ফরেশেতাদরে মধ্য থেকে কিছু ফরেশেতাকে ‘রাসূল বা দূত’ হিসেবে মনোনীত করছেন। মানুষের মধ্য থেকেও কিছু মানুষকে ‘রাসূল বা দূত’ হিসেবে মনোনীত করছেন। বাণীর মধ্য থেকে কিছু বাণীকে ‘স্মরণিকা’ হিসেবে মনোনীত করছেন। জমনিরে মধ্য থেকে কিছু ভূমিকে ‘মসজদি’ হিসেবে মনোনীত করছেন। মাসসমূহের মধ্য থেকে রমযান ‘মাস ও হারাম মাসসমূহ’কে মনোনীত করছেন। দনিসমূহের মধ্য থেকে ‘জুমা’র দনিকে মনোনীত করছেন। রাতসমূহের মধ্য থেকে ‘লাইলাতুল ক্বদর’কে মনোনীত করছেন। সুতরাং আল্লাহ যা কিছুকে শ্রেষ্ট করছেন সেগেলোকে শ্রেষ্টত্বেরে মর্যাদা দনি। কারণ বুঝবান ও জ্ঞানবান লোকদেরে নকিট সাব্যস্ত য়ে, আল্লাহ মর্যাদা দয়োর কারণইে বিভিন্ন বিষয়কে মর্যাদা দয়ো হয় থাকে।[সূরা তাওবার ৩৬ নং আয়াতের তাফসিরি; তাফসিরে ইবনে কাছরি থেকে সংক্ষপেতি ও সমাপ্ত]

মুহররম মাসে অধিক রোযা রাখার ফযলিত:

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বরণতি তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “রমযানের পর সবচেয়ে উত্তম রোযা হচ্ছ- আল্লাহর মাস ‘মুহররম’ এর রোযা।”[সহি মুসলমি (১৯৮২)]

হাদসিরে বাণী: “আল্লাহর মাস”: মাসকে আল্লাহর দকি়ে সম্বন্ধতি করা হয়েছে মর্যাদা প্রকাশার্থে। আল-ক্বারি বলেন: বাহ্যিক অর্থ হচ্ছ- গোটো মুহররম মাস।

কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়েছে য়ে, তিনি রমযান ছাড়া কোন মাসইে গোটো মাসব্যাপী রোযা রাখেননি। তাই হাদসিরে এ ব্যাখ্যা করতে হবে য়ে, মুহররম মাসে বেশি রোযা রাখার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে; কিন্তু গোটো মাসব্যাপী রোযা নয়।

আরও সাব্যস্ত হয়েছে য়ে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শাবান মাসে বেশি বেশি রোযা রাখতেন। খুব সম্ভব মুহররম মাসেরে ফযলিত সম্পর্কে তাঁকে আগে ওহি পাঠানো পাঠানো হয়নি; তাঁর জীবনেরে একবোর শে মধ্য দকি়ে ওহি পাঠানো হয়েছে; এতে সে সিয়াম পালন সম্ভবপর হয়নি।[ইমাম নববীর ‘শারহু সহি মুসলমি]

আল্লাহ তাআলা স্থান ও কালকে মনোনীত করেন:

আল-ইয বনি আব্দুস সালাম (রহঃ) বলেন: “স্থান-কালেরে শ্রেষ্টত্ব দুই ধরণেরে: দুনিয়াবী। অন্য প্রকার হল: দ্বীনী; অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা এই স্থান-কালেরে মধ্যযে আমলকারী বান্দাদেরে সওয়াব বৃদ্ধি করার মাধ্যমে তাদের উপর তাঁর বদান্য ঢলে দনে। যমেন- অন্য মাসসমূহের উপর রমযান মাসেরে শ্রেষ্টত্ব। অনুরূপভাবে আশুরার দনিরে শ্রেষ্টত্ব...। এগুলোর



শ্রেষ্টত্বৰে কাৰণ হ'ছে- এগুলতে বান্দাৰ প্ৰতি আল্লাহ্ৰ বদান্যতা ও দয়া...।”[ক্বাওয়ায়েদুল আহকাম (১/৩৮)]

আমাদৰে নবী মুহাম্মদ, তাঁৰ পৰিবার-পৰজিন ও সাহাবায়ে কৰোম সকলৰে প্ৰতি আল্লাহ্ৰ রহমত ও শান্তি বৰ্ষতি হোক।